

৬খঃ গনশক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদ

তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম!

১৯৬৯ সালের মধ্যেই জনপ্রতি পাঁচশো পাওন্ড রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক বোমা ফেলে ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট নিধনে নামে আমেরিকা। ১,৩৪৪,০০০ টন বোমা, ১,৩৫০,০০০ টন গ্রাউন্ড আমুনেশন, ৯৬৫,০০০ হেক্টর আবাদি জমিকে অনাবাদি করেও থামানো গেলো না ফ্রন্টকে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের রং লাল থেকে আরো গাঢ় লাল হচ্ছে। লেলন গাইছেন ‘গিত পিস আ চানস’। কেন স্টেটস এবং জ্যাকসন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর গুলি চলছে। ১৯৭০ সাল। অপরাধ একটাই, ওরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল করেছিল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে, হাজার হাজার যুদ্ধ ফেরত পঞ্জু সেনারা তাদের ‘বিরত্বের’ মেডেল ছুঁড়ে ফেলে দিল আমেরিকার রাজধানীতে। দেশে দেশে আমেরিকান কনসুলেটের সামনে বিক্ষোভ-কলকাতা মুখর ‘তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম’।



চিত্র ১: ১৯৭১-এর আমেরিকা-যুদ্ধ বিরোধী মিছিলে ঊস্টাদ

হাজার হাজার যুদ্ধ ফেরত আমেরিকান যুবক পঞ্জু তখন। এদেরই একজন রন কেভিক। তার জীবন আলেখ্য নিয়ে ওলিভার স্টোনের সিনেমা ‘বর্ন ওন ফোর্থ ওব জুলাই’। এটি অলিভার স্টোনের ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের দুর্দশা নিয়ে করা ট্রীলজীর শ্রেষ্ঠ সংকলন (বাকি দুটি হচ্ছে প্লাটুন এবং কামিং হোম)। টম ক্রজ কেভিকের ভূমিকায়। যুদ্ধে পা হারিয়ে ফিরে আসে দেশ প্রেমিক আঠারো বছরের কেভিক। সঙ্গে হারায় তার যৌনাঙ্গও। স্বাধীনতা দিবসে (4th July), তার ছোট্ট শহরে, এই পঞ্জু যোদ্ধা তখন হিরো-বীর যোদ্ধাকে নিয়ে কনভয় চলেছে! কিন্তু হায়রে! যৌন আকাজ্খা না শোনে, না মানে দেশপ্রেম। বারে গিয়ে, মেয়েদের সাথে আলাপ করতে গেলে, সবাই তাকে হিরো বলে মানে। প্রাণে চাইতে গেলে

মনে করিয়ে দেয় সে অক্ষম! বীর যোদ্ধার বীরত্ব লোটার নারীর প্রত্যাখানে। পুরুষত্বের অপমানে আত্মানুসন্ধানে নামে কেভিক। মনে পরে অগুপ্তি গরীব ভিয়েতনামী চাষীদের কথা। অসহায় শিশু, নারীর কথা! ছ্যা, এদের মেরে বীরত্ব! মেডেল ছুঁরে ফেলে-নেমে আসে পথে। যেখানে যুদ্ধবিরোধী মানুষের ঢল নেমেছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে। ১৯৭২ সালে ফ্লোরিডায় রিপাবলিকান কনভেনশনে হাজার হাজার মানুষ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে ব্যাখ্যা চাইছে-এই নরমেধ যজ্ঞের মানে কি? লক্ষ লক্ষ ভিয়েতনামীর মৃত্যু, হাজার হাজার আমেরিকান যুবকের রক্তের কি আদৌও কোন কারণ আছে?



চিত্র ২ : যুদ্ধ ফেরত পঞ্জুরা চলেছেন কইফং চাইথে -রিপাবলিকান কনভেনশনে!

নেই। যারা বলেন এতদ্বারা কমুনিউস্ট শাসন ঠেকানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, আমেরিকা, তারাতো ইতিহাসটাই ভুলে যান! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪০-৪৫) হো চি মিনের ভিয়েতমিন গেরিলা আর আমেরিকান O.S.S (office of strategic service) হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে জাপানী আর ভিশিফ্রেঞ্চ (যে সব ফ্রেঞ্চরা জার্মানীর আধিপত্য মেনে নেন) আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। শুধু কি তাই? ভিয়েটমিনের গেরিলাদের সমস্ত অস্ত্রই আসতো আমেরিকানদের কাছ থেকে। ভিয়েটমিন জাতিয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় ফ্রেঞ্চদের উৎখাত করতে-কিন্তু জাপান ভিয়েতনামের দখল নিলে, গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় জাপানের বিরুদ্ধে। আমেরিকা ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে মদত যোগায়। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করে। হোচিমিন ভাবলেন এবার ভিয়েতনামও স্বাধীন হল-কারণ আমেরিকানরা হাজার হলেও বন্ধু! বিধিবাম! উত্তর ভিয়েতনাম দখলে নামল নব্য কমুনিউস্ট চীনারা। চীনের হান রাজবংশ ভিয়েতনাম দখল করে রেখেছিল ২০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ থেকে-১০০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত! ভিয়েতনামের জাতিয়তাবাদী মননশীলতা এবং সাহিত্যের গৌরব গাথা সবটাই চীনা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। প্রত্যেক চীন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে জাতিয়তাবাদী ভিয়েতনামীরা- সৎ, উয়াং, মিং এবং কুইং সব চৈনিক রাজবংশের বিরুদ্ধেই রক্ত ঝরিয়ে গৌরবগাথা রচনা করেছে ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের জাতিয়তাবাদ, চৈনিক রাজ বংশের এতই বিরক্তির কারণ ছিল, এরা এদের নাম দিলেন 'ভিয়েতনাম' -চীনা ভাষায় যার মানে যাদের প্রাচীরের বাইরে থাকতে হয়।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতন বৃটেন আর ফ্রান্স নামল দক্ষিন ভিয়েতনাম দখলে।



চিত্র: হো চি মিন-স্বাধীন ভিয়েতনামের জনক

হো চি মিনের সামনে তখন একটাই রাস্তা, আমেরিকা। ১৯৪৫ সাল। দোশরা সেপ্টেম্বর, হো চি মিন ঘোষণা করলেন আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রেই (American Declaration of Independence) স্বাধীন হল ভিয়েতনাম। আশা ছিল বন্ধু আমেরিকা (যারা তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে পাশেই থেকেছে), তার নিজের পবিত্র সংবিধান রক্ষার চক্ষুজ্জ্বল খাতিরে বৃটেন, ফ্রান্সকে থামাবে। তাতে কি আর ব্যবসায়ীর মন ভেজে? না স্বার্থান্বেষী খৃস্টান চার্চ চুপচাপ বসে থাকে?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৮৮৮ সাল থেকেই ভিয়েতনামে ফ্রান্সের উপনিবেশ। ভিয়েতনামে ব্যবসার এক চেটিয়া দখল নেয় ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীরা। উপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে এক কাটা হল ভিয়েতনাম। যার ফসল হো চি মিন বা প্রবাদ প্রতীম জেনারেল ভো নিয়েন জিয়াপ। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতেই এই ইউরোপিয়ান ব্যবসায়ীর দল ব্যবসা, জমি দখলে নেমে পড়লেন। প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকা এদের স্বার্থ দেখতে গেল কেন? কি লাভ ছিল আমেরিকার?

কোন লাভ ছিল না। যেটা ছিল, সেটা বর্ণ বিদ্বেষ। ইউরোপিয়ান সাদা চামরার লোকেরা পথে বসবে তা কি হয়! হাজার হলেও ভিয়েতনামীদের গায়ের রং সাদা নয়। কিন্তু চালানো হল কমিনিউস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে! মদত দিল চার্চ, কিছু ধর্মান্তরিত ভিয়েতনামী খৃস্টান। চার্চের কালো হাত পরিস্কার ভাবেই বেড়িয়ে আসে ১৯৫৪ সালে। যেদিন, বৌদ্ধ প্রধান দেশে, গোঁড়া ক্যাথোলিক নো দিম দিয়েমকে যখন দক্ষিন ভিয়েতনামে বসালো আমেরিকা!

কি ধরনের কমিনিউস্ট ছিলেন হো চি মিন, জেনারেল জিয়াপ? বজাজ! একদম! আমাদের বজাজ কমিনিউস্টরা যেমন, একই বোতলে মার্ক্সবাদের সাথে সাথে

রবীন্দ্রনাথের ককটেল গিলতে বাধ্য হন, সেই রকমই কমুনিউস্ট হো চি মিন। ভিয়েতনামে তিনি প্রায় বলতেন, তিনি নিজে কমুনিউস্ট বটে, কিন্তু, ভিয়েতনামের স্বার্থে তিনি সব মতের মানুষদের নিয়েই জাপানের বিরুদ্ধে লড়বেন। দু হাজার বছরের ভিয়েতনামের সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে যে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয় সেটা তিনি জানতেন। ট্রুয়েন কিউ (বা কিউএর গাথা) ছিল তার প্রিয় অপেরা- উনবিংশ শতাব্দীতে নিউয়েন ডিউএর লেখা এই মহাকাব্যের গল্পটা এই রকম-কিউ বাগদত্তা। কিন্তু তার বাবা মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পেরে, তাকে বেঁচে দেয় বেশ্যাপল্লীতে। সেখানে জোটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর ব্যর্থ প্রেম। পুরুষতন্ত্রের ছিবরানো রূপ। পনেরো বছর পরে, সে মুক্তি হল দেহ ব্যবসা থেকে। মুক্ত কিউ সাধীর পবিত্র জীবনে, বুদ্ধের আশ্রয়ে খুঁজে পেল আরো উন্নততর মুক্তি। তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরনে কাব্য শেষ। একদম চন্ডালিকার ধাঁচে বিশুদ্ধ রাবীন্দ্রিক ককটেল। আমেরিকা ২শরা সেপ্টেম্বর তার পাশে দাঁড়ালে, হো নেহেরুর মতন, জমিদারি তুলে দিতেন। জাতীয়করণ করতেন। চার্চের বকলমের ক্ষমতা কেড়ে নিতেন। চীনের সাথে হাত মেলাতেন না। মেলালে তাকে আর ভিয়েতনামে রাজনীতি করে খেতে হত না(A Time for War: United States and Vietnam by Robert D Shulzinger)।

চার্চ আর ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের চক্র, একটা দেশের সর্বনাশ করে দিল। মাঝখান থেকে চার্চ এবং বর্ণবিদ্বেষী চক্রের কথা শুনতে গিয়ে, সব দোষ এলো আমেরিকার ঘারে। বা আমেরিকার যুদ্ধান্ত্র কোম্পানী গুলির স্বার্থে, ইচ্ছা করেই ঘোঁট পাকানো হল। ঠান্ডা যুদ্ধে রিসার্চে অর্থ আসে। তাতে কি আর যুদ্ধান্ত্র কোম্পানীগুলির তিমির পেট ঠান্ডা হয়? যুদ্ধ চললে, প্রোডাকশন লাগে। তবেই না হয় মুনাফা!

হেনরী কিসিঞ্জার ২০০৩ সালে জানালেন, আমেরিকা যা করেছে, ঠিক করেছে। রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ থামানোর জন্যই করেছে। রাশিয়াকে বারবার শান্তিচুক্তি দেওয়া সত্ত্বেও তারা শোনে নি। পুরো ভিয়েতনামের দখল না নেওয়া পর্যন্ত, লাল সাম্রাজ্যবাদী রক্ত ঠান্ডা হয় নি (2003: Ending the Vietnam War by Henry Kissinger)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সবচেয়ে ঘৃণ্য যুদ্ধ-অপরাধী একবারও বললেন না যে দোশরা সেপেটেম্বর, ১৯৪৫ য়ে, আমেরিকা হো চি মিনের ডাকে একবার সারা দিলে, হো চি মিন, আমেরিকার বন্ধুই থাকতেন। যেমন ছিলেন পাঁচ বছর। এবং ভিয়েতনামে আমেরিকান স্বার্থরক্ষার্থে হো চি মিন ই সব চেয়ে বড় সহায়ক হতেন। ধর্ম, দেশপ্রেম, গনতন্ত্র সবার নামেই ব্যবসা এতো সহজ! সম্রাসবাদের ইতিহাসটা যদি নাইন এলেভেনের পর থেকে লেখা হয়, কি থাকবে তাতে? কেও বলবে বিন লাদেন আমেরিকার ফ্রাঙ্কস্টাইন? হাত ধোয়া কি এতই সহজ?

কেনেডীর ‘বাস্তবসম্মত’ গনতান্ত্রিক আদর্শ এবং ভিয়েতনামঃ

ভিয়েতনামকে গনতান্ত্রিক আদর্শের (!) যুদ্ধাজ্ঞানে পরিনত করার পুরো কৃতিত্ব কেনেডীর। তখনকার ইন্দোচীন নিয়ে, আমেরিকার কোন উৎসাহই ছিল না।

১৯৫১ সালে ম্যাসাচুসেটসের কংগ্রেসম্যান কেনেডী বিশ্বক্রমণে বেড়োলেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়, কি ভাবে আমেরিকার স্বার্থরক্ষা হবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। ফিরে এসে জানালেন, কাল বিলম্ব না করে, আমেরিকার এখনই নাক গলানো উচিত। না হলে, ভিয়েতনামে চৈনিক কমুনিউজম প্রতিষ্ঠা হলে। আমেরিকান কংগ্রেস একমত ছিল না। ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের উপনিবেশিক যুদ্ধ আমেরিকার কাছে ছিল উপদ্রব-বিশেষত হো চি মিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা পত্রের। রেডিও ভাষনে কেনেডী জানালেন

The Indo-Chinese states are puppet states, French principalities with great resources but as typical examples of empire and colonialism as can be found anywhere. To check the southern drive of Communism makes sense but not only through reliance on the force of arms. The task is, rather, to build strong native non-Communist sentiment within these areas and rely on that as a spearhead of defense. To do this apart from and in defiance of innately nationalistic aims spells foredoomed failure.

(অর্থাৎ ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পক্ষে সাফাই গাইলেন কেনেডী। সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সকে সাহায্য না করলে কমুনিউস্টরা ক্ষমতা দখল করল বলে! এটাই নাকি বাস্তবতা!)

কেনেডী ভিয়েতনামের ইতিহাস টাই পড়লেন না। জানলেন না যে বৌদ্ধ প্রধান ভিয়েতনামে চীনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ হাজার হাজার বছরের পুরানো। ধর্মান্তরিত ইন্দোচীনাদের চার্চ বোঝাল, ভিয়েতনাম আসলে চীনের ফ্রন্ট, উনি সেটাই বুঝলেন। এই চার্চের ই প্রতিনিধি স্বৈরাচারী শাসক নো দিন দিয়েম-যাকে ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ক্ষমতাই বসায় আমেরিকা।)

১৯৫৬ সালে আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন

Vietnam represents the cornerstone of the Free World in Southeast Asia, the keystone to the arch, the finger in the dike

১৯৬১-৬৩, কেনেডী সওয়াল চালালেন কেন ভিয়েতনামে আমেরিকান সেনা পাঠানো দরকারঃ

Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. And when Americans are sent to Viet-Nam or West Berlin, we do not ask for whites only. It ought to be possible, therefore, for American students of any color to attend any public institution they select without having to be backed up by troops.

সমস্যা দাঁড়াল অন্যত্র। ডিয়েন ডিয়েন ফুর যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর, ১৯৫৪ সালের জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামকে, উত্তর থেকে আলাদা করা হল। আমেরিকান মদতে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ক্ষমতাই এলেন ক্যাথলিক নো দিয়েম। সঙ্গে নিয়ে এলেন ন লাখ উত্তর ভিয়েতনামের খৃস্টান। যাতে বৌদ্ধ

অধ্যায়ুত দক্ষিন ভিয়েতনামে শাসন করা সহজ হয়। নো দিয়েমের নির্বাচন ডাকার কথা এক বছরের মধ্যে। নির্বাচন ডাকলে, একদা ফ্রান্সের পদলেহনকারী ধর্মাস্তরিত খৃস্টান দিয়েম গো হারা হারতেন। এতেব রেফারেডাম ডাকা হল-হয় দিয়েম কে মেনে নাও, না হলে বায়ো দায় রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা হবে! গনতান্ত্রিক কেনেডি এই তামাসা দেখলেন-কিছু বললেন না। বাস্তবসম্মত নীতি বলে কথা! আসল ব্যাপারটা ছিল, দিয়েম ক্যাথোলিক চার্চের লবিকে হাত করে, কেনেডীকে বাগে আনেন। দিয়েমের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দক্ষিন ভিয়েতনামে গেরিলা যুদ্ধ সংগঠন ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট তৈরী হয় ১৯৬০ সালে। গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলে, গ্রীন ব্যারেটকে উপদেষ্টা করে পাঠালেন কেনেডী। সঙ্গে পাঠালেন হেলিকাপ্টার এবং যুদ্ধ বিমান।

"Now, we have been able to hold this line against this internal subversion by the Communists, as well as the external threat of military invasion, because for many years the United States has assisted these countries in meeting their own problems. We are assisting the people of Viet-Nam. We are assisting countries in Latin America which are faced with staggering problems. If we stop helping them, they will become ripe for internal subversion and a Communist takeover"-Kenedy

এতেও সেনা পাঠাতে সম্মত হলো না সেনেট! কেনেডী ১৯৬২ সালে আবার আবেদন জানালেন,

Viet-Nam would collapse instantaneously if it were not for United States assistance

দিয়েম স্বৈরতন্ত্র এতই অসহ্য হয়ে ওঠে, এবার বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও প্রতিবাদে নামে-১৯৬৩ সালে তারা আঙনে আত্মহুতি দিতে থাকে। দিয়েম স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেনেটে কৈয়ফত দিতে উঠলে, কেনেডী ওটা রাস্ট্রদূতকে বলে দেবো টাইপের উত্তর দিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আত্মহুতিতে সেটা আর সম্ভব হল না, ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে মিলিটারী অভ্যুত্থানে তাকে মেরে ফেলা হয়-১৯৬৫ সালের মধ্যে আমেরিকাপ্রেমী জেনারেল নয়েন ভান থু এবং নয়েন কাও কি ক্ষমতা দখল করেন।

কেনেডী হত্যার পর প্রেসিডেন্ট হলেন জনসন। দক্ষিন ভিয়েতনাম কমুনিউস্টদের হাতে যাচ্ছে (Domino Theory) এমন ধারনার কাঁধে ভর দিয়ে এল Gulf of Tonkin Resolution:(7th August 1964)। ১৯৬৫ সালে ফেব্রুয়ারীতে সেটা পাশ হল। প্রেসিডেন্টের হাতে এল যুদ্ধ ঘোষনার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা।

উত্তর ভিয়েতনামের হ্যানয়ের উপর বোমা ফেলা শুরু করে আমেরিকা। উদ্দেশ্য, হো চি মিন কে চাপ দিয়ে, ফ্রন্টের গেরিলা আক্রমণ বন্ধ করা!

ব্যাপারটা কি এতই সহজ?

২০০১ সালে মাত্র ২৩ টি জেলা ভারতে মাওবাদীদের ক্ষপ্পরে ছিল। আজ আছে ৫৬ টি! যাদের চোখের সামনে দিয়ে কয়লা তোলা হয়, ফুলে ওঠে কিছু বিদেশী

বণিক, জোটে শুধু অনাহার, অর্ধাহার, তাদের বন্দুক দিয়ে দমানো যায় না।
যেখানে দরকার ছিল গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নয়ন, সেখানে ফ্রন্টের গেরিলাদের
ঠেকাতে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমেরিকার ভূমিকা কি?



চিত্র ৪: কেনেডি-বাস্তবতা আর আদর্শবাদ নিয়ে খেলা করতেন, অফিস নন ভিয়েতনামে



চিত্র ৫: জনসন এবং কেনেডি-ভিয়েতনামের যুদ্ধের মূদ্র দুই হোতা

১৯৬৫-১৯৭০:

জনসন ঘোষণা করলেন আমেরিকা প্রতিটি যুবকের প্রাণের বিনিময়ে পৃথিবীর
গনতন্ত্র রক্ষা করবে!

১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামে ছিল ১৮৪ হাজার আমেরিকান সৈনিক, সেটা ১৯৬৯
সালে বেড়ে হয় ৫২৪ হাজার। সঙ্গে ৬৫০ হাজার ভিয়েতনামী সৈনিক। বিরুদ্ধে

২৪০ হাজার গেরিলা! তাদের অস্ত্র আসত উত্তর থেকে হো চি মিন ট্রেল দিয়ে! বা নদী বক্ষে, মেকন বদ্বীপ দিয়ে। হো চি মিন ট্রেলে হাজার হাজার টন বোমা ফেলেও অস্ত্র আনা বন্ধ করা গেল না। গেরিলারা ছিল দিনের বেলায় সাধারণ মানুষ।

আমেরিকান ডান্ডা দিয়ে ঠান্ডা করা নীতি কি কি ছিল দেখা যাকঃ

Free fire zones

যেখানে কেও নড়লেই গুলি চলবে। ১৯৬৭ সালে এগুলির আয়তন বেড়ে দাঁড়াল কয়েক হাজার বর্গমাইল। বি-৫২ দিয়ে কার্পেট বোম্বিং করা হত এই সব জনপদে।

Search and destroy

কোন গ্রাম থেকে একটা গুলি ছুটে এলে, সেই গ্রাম হয়ে যেত, ফ্রন্টের গ্রাম। ধ্বংস হত গোটা গ্রাম, মেশিনগানের গুলিতে গনহত্যা করা হত সমস্ত গ্রামবাসীকে। রাসায়নিক বোমা ফেলে, অনাবাদী করা হত এই সব গ্রামের জমি। ফলে যারা ফ্রন্টের সাথে ছিল না, তাদের কমুনিউস্ট আদর্শে বিশ্বাস করত না, তারাও ফ্রন্টে যোগ দিল। আমেরিকানদের হাতে মৃত্যুই যখন নিয়তি, সন্ন্যাসের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদের মৃত্যুই শ্রেয়! ভিয়েতনামীদের কমুনিউস্ট হতে বাধ্য করেছে আমেরিকার ভ্রান্ত বিদেশ নীতি।



চিত্র ৫ : গ্রামে গ্রামে গনহত্যার কবর-মবাই ফ্রন্টের মোক ছিলেন না

Phoenix Program

গুপ্তচর, বিশ্বাসঘাতক কাজে লাগিয়ে ফ্রন্টের নেতাদের খুন করা।

তাতেও কিছুই হল না। এজেন্ট অরেঞ্জ দিয়ে ৯৬৫,০০০ একর আবাদি জমি পতিত করে দেওয়া হয়। উত্তর দক্ষিণ মিলিয়ে ৪৫ লক্ষ টন বোমা পড়ল শুধু।

জেনারেল ওয়েস্টমোর ল্যান্ড আরো ২০০০,০০০ সেনা চাইলেন। এর মধ্যেই ঘটে গেল টেড অফেন্সিভ। ৩৪ টি প্রদেশিক এবং ৬৮ টি জেলা শহরে আক্রমণ করে গেরিলারা। আমেরিকান ইন্টালিজেনস ব্যর্থ। সেনেটে এবার গন্ডগোল-এত সৈন্য দিয়েও হচ্ছে না? প্রেসিডেন্ট জনসন বুঝলেন বিধি এখন বাম। ঘোষণা করলেন শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করাই হবে তার ব্রত। শান্তি না আনলে, পরের নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন না।

১৯৭০-৭৫:

নিরস্ত্রন ক্ষমতায় আসার পর সম্মানজনক শান্তি সমাধান খুঁজছিলেন। সেনা কমান্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭০ সালে কমে হল ৩৩৪ হাজার, '৭১ সালে আরো কমে ১৫৬ হাজার। ১৯৭২ সালের মার্চে উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণে ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ইস্টার অফেন্সিভ শুরু করে। আমেরিকা উত্তর-দক্ষিণে প্রচুর বোমা ফেলে, এই আক্রমণ থামিয়ে দেয়। এর মধ্যেই প্যারিসে, কিসিঞ্জার, হ্যানয়ের নেতৃত্বের সাথে একটা সমঝতা করলেন। স্বৈরাচারী শাসক থিউ, প্রবল প্রতিবাদ জানালেন। বোঝালেন, হ্যানয় চুক্তি মানবে না। তাকে শান্ত করতে, উত্তর ভিয়েতনামের উপর কুখ্যাত ক্রীসমাস বোম্বিং করা হল (১৯৭২)। বোঝানো হল, হ্যানয় ট্যা ফো করলে, আমেরিকা কার্পেট বোম্বিং করে দেবে!

জুলাই ৩১, ১৯৭৩। সেনেট সিদ্ধান্ত নেয়, সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করা হবে। তবে অর্থনৈতিক সাহায্য চলতে থাকবে। ১৯৭৩-৭৫ সালে সাইগনকে ৭ বিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয় আমেরিকা। একই সময়ে চীন এবং রাশিয়ার কাছ থেকে মোটে দেড় বিলিয়ন ডলার সাহায্য পায় হ্যানয়।

এপ্রিল ৩০, ১৯৭৫। ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট এবং উত্তর ভিয়েতনামের মিলিটারী দখল করে সাইগন। যুদ্ধ শেষ।



চিত্র ৬: দুর্ভেদ্য এই ভিয়েতনামে বোমাই পড়েছে শুধু-লাভ হয় নি কো কারো

কি লাভ হল আমেরিকার?

ন লাখ আমেরিকান সৈন্যের মধ্যে ৪৭ হাজার মারা যায়। ১৮ হাজার আমেরিকান নারী বিধবা হন। মৃত সৈনিকদের মধ্যে ৩০ হাজার যুবক তাদের একুশতম জন্মদিন চোখে দেখল না। তিন লক্ষ যুবক পঙ্গু হয়ে ফিরে আসে। টাকার কথা বাদ দেওয়া গেল।

কিন্তু কেন?

যদি কমুনিউস্টদের কথাই ওঠে, তাহলে প্রথম সত্য হচ্ছে, একটা বৌদ্ধ রাষ্ট্রকে কমুনিউস্ট বানালো আমেরিকা। হো চি মিন যত লোককে কমুনিউস্ট মন্ত্রে দিক্ষা দিয়েছেন, তার শতগুন লোক ফ্রন্টে যোগ দিয়েছে আমেরিকার হাতে তাদের প্রিয়জনের হত্যার প্রতিশোধ নিতে। এদের কেও কার্ল মার্ক্সের কথা শুনেছে বলে জানা নেই।

আমেরিকান খৃস্টান লবি, নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে, ভিয়েতনামে আমেরিকার ৪৭ হাজার তরুণের কবর খুঁরলো। ধর্মব্যবসায়ীদের সাথে যুদ্ধব্যবসায়ীদের এই বিবাহ শুধু আমেরিকাকেই ডোবায় নি, ভারত এবং বাংলাদেশকেও ডোবাচ্ছে। শুধু ধর্মের নামটা পরিবর্তন হয়ে হিন্দু আর ইসলাম হয়েছে। ভিয়েতনামে ব্যবসাটা ছিল গনতন্ত্রের, পেছনে ছিল চার্চ। ভারত, বাংলাদেশে ব্যবসাটা দেশপ্রেমের,

পেছনে থাকে বিশ্বহিন্দুপরিষদ আর জামাত।

[চলবে]